চিন্তন

# মননের কাল

কল্যাণব্রত চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণের' একটি পঙ্‌ক্তি আজ বারবার মনে পড়ছে—'তফাৎ যাও—সব ঝুট হ্যায়'। ঝুট হয়ে যাচ্ছে তো বটেই। করমর্দন ইত্যাদি যা-কিছু অন্তরঙ্গতার প্রকাশ—সবই ভিন্ন অর্থ বয়ে আনছে। সবই এখন এই মহামারির বিস্তারের এক অত্যন্ত সুগম উপায়। দূর থেকে বা দূরভাষে খোঁজখবর নিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ। এখন সকলকে অন্তরের ভালবাসা জানাচ্ছি এমন এক পদ্ধতিতে যাতে এই কিছুদিন আগেই মানুষের মন ভরত না। প্রিয়জনের সাক্ষাৎ সঙ্গের তৃষ্ণা কি দূরভাষে মেটে? স্বামী বা সন্তান বাড়ি না ফিরলে এতদিন মুখ ভার-করা স্ত্রী বা মা-ই এখন তাঁদের কাছে আসতে বারণ করছেন। এক অদ্ভুত সংযমকে হাতিয়ার করে আমরা এক ভয়ঙ্কর মহামারির মোকাবিলা করতে নেমেছি। কী এক বিচিত্র সময়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আজ! মানবতার সংজ্ঞা নতুন করে লেখা হচ্ছে মানুষের এত বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে।

আজ সারা পৃথিবীর মানবসমাজ একটা গৃহবন্দি (লকডাউন) পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে। ছ-হাজার বছরের মানবসভ্যতা প্রায় তালা বন্ধ হয়ে বসে আছে সমস্ত আস্ফালন দূরে সরিয়ে রেখে, তার একান্ত গৃহকোণে। সারা পৃথিবী জুড়ে যা চলছে তাতে মনে হচ্ছে হয়তো বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবেই ঘোষিতই হয়ে গেছে। এবারের যুদ্ধ সমস্ত মানবজাতির বিরুদ্ধে। ঘোষণা করেছেন প্রকৃতিরানি স্বয়ং। মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার কোন এক নিদারুণ প্রয়োজনে প্রকৃতি তাঁর স্বঘোষিত সর্বোৎকৃষ্ট জীবের দর্পহরণের দায়িত্ব দিয়েছেন তার অতি নিম্নস্তরের একটি জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বস্তুর (ভাইরাস) হাতে। এ যেন চন্দ্রবিজয়ী, দুটি বিশ্বযুদ্ধ উত্তীর্ণ হওয়া, এভারেস্টকে পায়ের তলায় দলে যাওয়া, পারমাণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত আধুনিকতম মানুষের এক আপাত অসহায় অতিনিম্ন জীবনের আদিম উৎসের কাছে আত্মসমর্পণের এক বিরল চিত্র। প্রকৃতি যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইছেন যে বিগত ছ-হাজার বছরে আমরা বিজ্ঞানের গর্বিত পদচারণায় নিজেদের এবং প্রকৃতির ধ্বংসের সামগ্রী যত সুন্দরভাবে তৈরি করতে পেরেছি, ততটাই ব্যর্থ হয়েছি প্রকৃতির সংরক্ষণে, নিজেদের যথার্থ যত্নে এবং মানুষকে অনাগত দুর্ঘটনা ও মহামারি থেকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল উদ্ভাবন করতে। এই প্রথমবারের জন্য পৃথিবীতে এমন এক মহামারি দেখা গেল যার থেকে মানুষকে

বাঁচাতে চিকিৎসক ও নার্সদের থেকেও অগ্রণী ভূমিকায় আছেন প্রতিটি দেশের পুলিশ ও প্রশাসন। ব্যাপারটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হয়তো খুবই অবাক-করা, অভিনব একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে; কিন্তু আপাতত সামাজিক দূরত্বের এই টোটকাই মহামারির একমাত্র ঔষধ। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক বের করার জন্য। সাফল্য সময়সাপেক্ষ। তাই এই ছোঁয়াচে মহামারি আটকানোর একমাত্র উপায় একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা আর স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। আবার রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ফিরতে হচ্ছে 'শেষের কবিতা'র হাত ধরে—''বড় প্রেম শুধু কাছে টানে না, কখনো কখনো তা দূরেও ঠেলে দেয়।'' সামাজিক দূরত্বের প্রসঙ্গে এখন আমাদের এই কথাটিকে উপলব্ধি করা চাই।

এই বিশ্বজোড়া উথালপাথালের মধ্যে আরও একটা ঘটনা নজর কাড়ছে। প্রথম বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট দেশগুলি তাদের যাবতীয় উন্নততম প্রযুক্তি, চিকিৎসাব্যবস্থা, আধুনিক ও বিপুল রণসাজে সজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়েও এই মহামারির সবচেয়ে বড় শিকার। আমেরিকাকে দ্বারস্থ হতে হচ্ছে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের তৈরি ঔষধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন-এর উপর, যা কিনা সাধারণ ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। পাতে না তোলার মতো গ্রামগঞ্জের অতি সাধারণ মানুষের হওয়া একটা রোগের ওষুধ রাতারাতি ভীষণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে বিশ্বের তাবড় দেশগুলির উন্নত জনগণের কাছে। পায়ের তলার মাটি সরে যায়, তবু দম্ভ যায় না। তাই এত দুঃসময়েও সাহায্যপ্রার্থীর গলা থেকে ঝরে পড়ছে চরম অসৌজন্যের হুংকার। রোগের মৃত্যুহারের কাঁটা উঁচুর দিকে চড়তে চড়তে যে সুপার পাওয়ারের অহমিকাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সেটা অনুভব করার মতো বোধও বোধহয় মদগর্বী রাষ্ট্রপ্রধানদের নেই। সাধে কি প্রকৃতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে? চিকিৎসাব্যবস্থায় পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী দেশ ইতালির বুকে চলেছে ক্রমাগত মৃত্যুমিছিল। চিন থেকে শুরু করে ইউরোপের সর্বত্র, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এই মহামারির কাছে নিজেদের দম্ভের অস্ত্র সমর্পণ করে এক দিশেহারা পরিস্থিতির শিকার। সকলেই এক অলৌকিকের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

প্রথমদিকে এই আণুবীক্ষণিক ভাইরাসকে হালকা চালে নিয়েছিলেন অনেকেই। তার খেসারত দিতে হচ্ছে আজ। এই প্রবল ঝড়ে ঝরে যাচ্ছে বহু প্রাণ। যাদের আরও কিছুদিন এই পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ ছিল তারা সকলে হয়তো সেটা পাবে না নিজেদের অজ্ঞতায়, নির্বুদ্ধিতায়। এখন মানুষ ঘরে বন্দি থেকেও নিজেকে সুরক্ষিত মনে করতে পারছে না। বেহুলার বাসরঘরের মতো কোনও অরক্ষিত ছিদ্র থেকে যায়নি তো? অথচ কী আশ্চর্য, এই থাবা থেকে মুক্ত পৃথিবীর আরও তথাকথিত তিরাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই প্রজাতির প্রাণিকুল। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা ডিসকভারি চ্যানেলের কোনও আফ্রিকান সাফারির ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বিস্তীর্ণ মাসাইমারা অরণ্যের মধ্যে বিভিন্ন জীবজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাভাবিক ছন্দে আর মানুষ তাদের দেখছে এক বদ্ধ খাঁচার ভেতর থেকে, নিজের লক্ষণরেখার গণ্ডির মধ্যে থেকে। চলছে মানুষ বাদে সমস্ত প্রাণীর এবং সবুজ বনানীর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের পালা। না জানি কতদিন পরে তারা পেয়েছে আজ নির্ভয় বিচরণের সুযোগ। দূষণ থেকে কতদিন পরে পেয়েছে রেহাই। প্রকৃতির নিঃশ্বাস নিতে বুঝি অসুবিধা হচ্ছিল। তাই সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে মানুষকে গৃহবন্দি করেছে। এ যেন সমগ্র মানবজাতির প্রতি তার বার্তা—একা বাঁচা যায় না, সহাবস্থানই জীবনের

পথ। পৃথিবী কারও একার নয়। এখনও সতর্ক না হলে পরিস্থিতি যে আরও কতটা ভয়ানক হয়ে উঠবে সেটা বলবে ভবিষ্যৎ। জেগে উঠেছে পৃথিবী, এখন বারে বারে জাগবে। দূষণের বীজ থেকে বারে বারে উঠে আসবে রক্তবীজের বংশ— কখনও ইবোলা, কখনও নীপা, কখনও বা কোভিড-১৯।

সমগ্র মানবজাতিকে যদি একটা গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে বলা যায় যে এ তার পাতা খসানোর সময়। এরকম পাতা খসানোর খবর তার কাছে বিভিন্ন যুগে বারে বারে এসেছে এবং আসবেও। শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে সে আবার প্রস্তুতি নেবে নবীন কিশলয় উন্মোচনের। তাই এখন আমাদের শান্ত আত্মবিশ্লেষণের সময়। এই গৃহবন্দিত্ব আমাদের অন্তর্জগতে চোখ মেলার বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা তো বেশিরভাগই ভেবে দেখি না যে কীভাবে একের পর একটা দিন আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে নিঃশব্দে। আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অমোঘ পরিণতির দিকে, যার নাম মৃত্যু। তাই নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য যে-সুযোগের অপেক্ষা আমরা অনেকেই করি, কিন্তু নিত্যদিনের কাজের চাপে তার ফুরসত পাই না, তার দুর্লভ সুযোগ মিলেছে। মৃত্যু থেকে বাঁচতে আমি ঘরবন্দি হলাম, তাই জীবনের নশ্বরতাকে চেতনায় রেখে নিজেকে আরও ভালভাবে চেনার চেষ্টা করাটাই আমাদের এখন একটা বড় কাজ হতে পারে। সবকিছু তো লকডাউন নয়, প্রতিদিনের শুরুতে ভোরের সূর্য ওঠা থামেনি, থামেনি ভালবাসা, থেমে যায়নি পরিবারের সঙ্গে একত্র সময় কাটানোর সুযোগ, থামেনি দুঃস্থের প্রতি সাহায্যের মানসিকতা। আমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার বিকাশে কোনও লকডাউন নেই, সৃজনশীলতার চলার পথ সম্পূর্ণ মুক্ত আর মননক্ষমতা কোনও মহামারির করালগ্রাসে থমকে যায় না। বরং এই অবকাশ আমাদের নতুনকে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলুক, আমাদের সব সম্পর্কগুলিকে সুন্দর করতে প্রয়াসী হই আমরা। সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনার মানসিকতায় ঋদ্ধ হই আর নিজের গভীরে মথিত হয়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করি।

একদিন ঝড় থামবে, পৃথিবী শান্ত হবে। আমরা আবার এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে চলাফেরা করব। পৃথিবীর অসুখ সারলে আবারও বেড়াতে যাব পাহাড়ে, জঙ্গলে। কিন্তু সেই ভ্রমণ হবে সংযত, পরিমিত, পরিশীলিত। মানুষের লোভ আর আকাঙ্ক্ষার বিষে জর্জরিত হয়ে প্রকৃতি-মাকে আর যেন হাতে শাসনের অস্ত্র তুলে নিতে না হয়। আজ দুর্যোগের দিনে এই হোক আমাদের প্রার্থনা।